Episode27
Impact of Climate Change-Benificial Impact
সাইন্স কম্যুনিকেটরস ফোরামের পক্ষে চন্দ্রানী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র বিশ্লেষণ

মামা- ৫০ বছর বয়স (পুরুষের কণ্ঠস্বর)
রাই -২৫ বছর বয়স (মহিলা কণ্ঠস্বর)
মিঠাই-২২ বছর বয়স (পুরুষের কণ্ঠস্বর)
সন্দেশ-১৮ বছর বয়স (পুরুষের কণ্ঠস্বর)
রেনবো- ২০ বছর বয়স (পুরুষের কণ্ঠস্বর)
ড্রাইভার - ৩৫ বছর বয়স (পুরুষের কণ্ঠস্বর)
সোনা মাসি –বয়স ৫৬ বছরবয়স (মহিলা কণ্ঠস্বর)
সোনা মেসো -বয়স ৫৮ বছর বয়স (পুরুষ কণ্ঠস্বর)

[রাই, মিঠাই,রেনবো আর সন্দেশ । রাই কম্পিউটারে খুব মন দিয়ে বসে গবেষণামূলক কাজ করছে। মিঠাই আর সন্দেশ ঘরে ঢুকলো চুপিসারে। রাইদিদি তাদের খুব প্রিয় ; তাদের অনেক কৌতুহল এর অবসান ঘটায় । আর তার থেকেও প্রিয় হলো মিষ্টি মামা মানে, সন্দেশের বাবা। আজ সবাই মিলে মিষ্টি মামার বাড়িতে যাওয়া হবে। আর রাই দিদিকে সঙ্গে না নিলে হয়! সব মজাই তো মাটি।]

<u>প্রথম দৃশ্য</u>

মিঠাই- রাই দিদি , ও রাই দিদি ? ও সোনা মাসি
রাই দিদি কোথায়গো ?যাবে না আমাদের সঙ্গে?

সোনা মাসি- ওমা মিঠাই- সন্দেশ !মানিকজোড় একসঙ্গে যে ,কি ব্যাপার!
সোনা মেসো (হেসে)-আরে আমার মহাকাশচারিরা এসে গেছে দেখছি! তা এবার কোথায় অভিযান নেপচুনে নাকি?
সন্দেশ - না না সোনা পিসে ,এবার আমরা যাব পুরুলিয়া অভিযানে ।
মিঠাই – হ্যাঁ সোনামেসো, মামা বলেছে আমাদের চারজনকে নিয়ে পুরুলিয়া যাবে ।আর মামার ছাত্র-ছাত্রীরাও থাকবে ।রাজ্য বিজ্ঞান কংগ্রেস তো এবার পুরুলিয়াতে হচ্ছে।রাই দিদির পেপার তো সিলেক্ট হয়েছে ।
সোনা মাসি- ও মা, তাই নাকি! দেখেছো, রাই টা আমাদের কিছু বলেনি তো !তা তোরা তিনটেতেই যাচ্ছিস নাকি আর কেউ আছে ?
সন্দেশ - আরে না গো সোনা পিসি ।রেনবো দাদা ও যাবে। রাজ্জ্যেশ্বর মামা আর শিবশঙ্কর মামা আগের দিনে চলে যাবে মামার ছাত্র ছাত্রিদের নিয়ে। কিন্তু রাই দিদি কোথায় গেলো বলতো ?
মিঠাই- হা, রাই দিদির সঙ্গে অনেক কিছু আলোচনা করার আছে ।

<u>দ্বিতীয় দৃশ্য</u>

[রাই কম্পিউটারে নিমগ্ন ।রেডিও তে সকাল আটটার রবীন্দ্র সংগীত চলছে। মিঠাই আর সন্দেশের প্রবেশ।]

মিঠাই-(আস্তে আস্তে বলছে) রাই দিদি, খুব ব্যস্ত ?

রাই-(রাই মাথা তুলে) - ও তোরা ,আয় আয় বোস ।কাল রাত জেগে পেপারটা লিখেছি ,একটু দেখছিলাম ঠিকঠাক আছে কিনা।

সন্দেশ-রাই দিদি, গতকাল আকাশবাণীতে বিজ্ঞানের খবর শুনেছো ?

রাই (একটু হেসে) -হ্যাঁ আমি তো প্রতিদিন শুনি। সেই ছোটবেলা থেকে মা এমন রেডিও শোনার অভ্যাস করে দিয়েছে.....

সন্দেশ -গতকাল 'বেনিফিসিয়াল ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ' মানে জলবায়ুগত পরিবর্তন কিভাবে পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িয়েছে সেই নিয়ে বলছিল আর কি।

মিঠাই -হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও তো শুনেছি। গতকাল বিজ্ঞানের খবরে বলছিলো জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গেলে সেখানকার মাটি চাষের উপযুক্ত হবে। কিছু কিছু ফসলের উৎপাদন বেড়ে যাবে, এইসব আরকি।

রাই- আমার গবেষণা টাও তো অনেকটা তার উপরেই ।

সন্দেশ (খুব আগ্রহ ভরে)-আমাদের একটু বলো নাগো, তোমার পেপারের বিষয় প্লিজ!

রাই-হুম!সে তো বলব, কিন্তু রেনবো যে বলছিল কাল আমাদের সঙ্গে পুরুলিয়া যাবে ও কি এসেছে ? মিঠাই-না ,এখনো আসেনি ।ওর দেরি হচ্ছে বলে আমরা চলে এলাম।

রেনবো -(গান করতে করতে ঢুকবে ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী ...)-

মিঠাই(একটু হেসে) -আরে ওই তো এসে গেছেন! আমাদের গায়ক !তা বাবা, এখনো তো নতুন দেশে যাওনি,যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

রাই –আরে রেনবো ,আয় আয় ।তোর কি আজ কলেজ ছুটি ?

রেনবো(একটু হেসে) -চিকিৎসকগণ কি কারণে ধর্মঘট ডাকিয়াছেন! তাই আমাদের নিষ্কৃতি ।

সন্দেশ –ও রেনবো দা , তুমি না আসলে ঠিক জমে না ।রেনবো দা ওই বই গুলোর কথা মনে আছে তো ?

রেনবো(একটু হেসে) - আছে বৎস! সব মনে আছে। নো টেনশন! মেডিকেলে তোমায় কেউ আটকাতে পারবেনা ।চিকিৎসক তুমি হবেই,হবে।

সন্দেশ –থ্যাঙ্ক ইউ রেনবো দা ।

মিঠাই (একটু হেসে) -হ্যাঁ , রেনবো কে একদম চেপে ধরে রাখ। ওর রামধনুর সব রঙ যেন তোর ওপর বর্ষিত হয়।

[সবাই একসঙ্গে হাসি ... দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্তি]

তৃতীয় দৃশ্য

[সবাই মিষ্টি মামার বাড়ি চলে এসেছে। পুরুলিয়া যাবার তোড়জোড় চলছে ।মিষ্টি মামি আলুর দম আর চিকেন কষা বানিয়েছ।পিসিমনি লুচি আর রসমালাই ।কাগজের প্লেট কাগজের গ্লাস গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে ।মামা বলেছে প্লাস্টিক একদম ব্যবহার করা যাবে ... সবাই স্টিলের বোতলে জল ভরে নিয়েছে। সকাল সাড়ে ছটায় ট্রেন ।পুরুলিয়া যুব আবাসে ঘর বুক করা হয়ে গে। এখন শুধু যাওয়ার অপেক্ষা ।ট্রেনের কামরাঃ

মিঠাই,সন্দেশ,রেনবো গান গাইছে- হারে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দেরে]

মিষ্টি মামা –আরে গান গাইবি পরে ,আগে সবার ব্যাগ নিয়েছিস কিনা দেখে নে।

মিঠাই -ও মামা সব ঠিক আছে ,তুমি চিন্তা করোনা।

রাই- মিষ্টি মামা, আমি একবার আমার পেপারটা তোমায় দেখিয়ে নেব । হোটেলে পৌঁছে দেখাবো কি ?

মামা – না, না হোটেলে পৌঁছে কেন ?এখনই তো ট্রেনে যেতে যেতে দিব্যি শুনে নেওয়া যায় ।আর ল্যাপটপ তো সঙ্গেই আছে। তোমরা কি বলো?

রেনবো মিঠাই সন্দেশ -হ্যাঁ হ্যাঁ , রাইদিদি এখনি বল। ভীষণ এক্সাইটিং লাগছে।

সন্দেশ- হ্যাঁ, রাইদিদি তোমার পেপার টা যেন কিসের উপর?

মিঠাই-আরে, 'বেনেফিশিয়াল ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ' জলবায়ুগত পরিবর্তনের সুফল

সন্দেশ - হ্যাঁ, সে আবার কি কথা ?জলবায়ুগত পরিবর্তেনে শুধু খারাপই তো দেখছি। এর আবার ভাল কিছু আছে নাকি ?

রাই-(হেসে)ঠিকই বলেছিস। জলবায়ুগত পরিবর্তনের কুফল টা এত বেশি যে দু একটা সুফল আর চোখে লাগে না ।

মামা-জলবায়ু পরিবর্তনে যে কুফলগুলো দেখা দিচ্ছে তার বেশিরভাগটাই তো মানুষের জন্।ও দিকে একবার তাকিয়ে দেখ ,প্লাস্টিকের কাপ বোতল প্যাকেট ফেলে কেমন নোংরা করছে। রেললাইনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে।

মিঠাই -প্লাস্টিকের ব্যবহার যতদিন না কমাতে পারছি ,ততদিন দূষণের হাত থেকে নিস্তার নেই।

রেনবো -আচ্ছা এবার তোমরা তোমাদের ভাষন টা একটু থামাও। রাই দিদিকে একটু সুযোগ দাও।

মামা- হ্যাঁ হ্যাঁ, রাই বল বল।জলবায়ু পরিবর্তনে কি কি সুফল পেলি ?

রাই(হেসে)-জানো মামাই, পৃথিবীর জলবায়ুগত পরিবর্তন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম চারিদিকে শুধু ক্ষয়ক্ষতি। জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে কোথাও অতিরিক্ত বর্ষণ, আবার কোথাও একেবারে বৃষ্টি নেই । শীতের সময় কয়েক দিন প্রচন্ড ঠান্ডা আবার গরমে ও প্রচন্ড গরম। আবহাওয়ার ভারসাম্যটাই যেন কেমন হারিয়ে গিয়েছে।

সন্দেশ- এসব কিছুর জন্য বিশ্ব উষ্ণায়ন দায়ী। সেদিন এক জায়গায় পড়ছিলাম গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে গলছে হিমবাহ ।আর তার ফল ভোগ করবে পৃথিবীর১\৬ শতাংশ লোক। যারা হিমবাহ গলা ঝর্ণা থেকে খাবার জল পায়। হিমবাহ গলা জলে কৃষি কাজ করে।

রাই- ঠিক বলেছিস সন্দেশ ।শুধু কি তাই !এই যে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়ছে ,তাতে বেশি লবণাক্ত হয়ে উঠছে উপকূলবর্তী অঞ্চলের চাষের জমি। ফলে ধান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য নদীর উচ্চগতি স্বাদু জলেও মিশে যাচ্ছে সমুদ্রের নোনা জল। দূষিত হচ্ছে ভৌম জলস্তর।

রেনবো –গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্যই তো বাড়ছে নানা ধরনের মশাবাহিত রোগ। ম্যালেরিয়া ডেঙ্গুর মত মারনরোগে আক্রান্ত পৃথিবী।

[চা ওয়ালা এর প্রবেশ]

মামা- এই চা, এদিকে এই তোদের সবার চা চলবে তো ।
[সবাই একসঙ্গে-হ্যাঁ হ্যাঁ চা খাব চা খাব খুব চা তেসটা পেয়েছে]

মিঠাই -মামি আর মা কষ্ট করে এত খাবার বানালো, সেগুলোর সদগতি কখন হবে ?

মামা - হ্যাঁ হ্যাঁ ,অনেক পৃথিবী গরম হয়েছে। এবার গরম চা লুচি আর চিকেন কষা ।
সন্দেশ –উফ,জমে যাবে কিন্তু।

রাই- হুম, খাওয়ার আগে সবাই হাত ধুয়ে এসো। আর আমি কাগজের প্লেটে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছি। মামা- খাওয়ার পর প্লেট কাপ সব একসঙ্গে করে রাখবে ।যেখানে সেখানে ফেলবে না কিন্তু…।
[তৃতীয় দৃশ্য সমাপ্ত]

চতুর্থ দৃশ্য

[ট্রেন থেকে সবাই নামবে। ব্যাগ জিনিসপত্র নামাবার তোড়জোড় ।]
মামা –যে যার ব্যাগ নিয়ে নেবে
সন্দেশ- -হ্যাঁ বাবা তুমি চিন্তা করো ।
রাই- মামাই, আমরা এখন কিসে করে যাব যুব আবাস?

মিঠাই- টোটো করে।

সন্দেশ - রাই দিদি তোমার বেনিফিসিয়াল ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ এর টপিক কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল।

রাই(হেসে আমার পেপার তো পরশু। আজ রাতে একটু গুছিয়ে নেব।কাল অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে যেতে যেতে তোদের শোনাবো ক্লাইমেট চেঞ্জ এর সুফল ।

মিঠাই - এই টোটো এসে গেছে। সবাই উঠে পড়ো। যে যার ব্যাগ গুনে নেবে।

মামা –[টোটোয়ালা কে উদ্দেশ্য করে] চলো ভাই যুব আবাস।

রেনবো –আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে[সবাই একসঙ্গে গান করবে]
[চতুর্থ দৃশ্য সমাপ্ত]

পঞ্চম দৃশ্য

[অযোধ্যা পাহাড় ।পুরুলিয়ার একটা প্রাচীন ক্ষয়জাত পাহাড় ।রেনবো সন্দেশ মিঠাই রাই আর মামাকে নিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে।

রাই-ওরে বাবা! কত সরষে হয়েছে দেখো।
মিঠাই – ওদিকে ধানও তো হয়েছ। এখানে বেশ ভালো চাষ হচ্ছে দেখছি।

ড্রাইভার - হ্যাঁ এখন পুরুলিয়ায় পরিকল্পিতভাবে চাষ করা হয় ।বাঁধাকপি টমেটোর চাষ ও প্রচুর হচ্ছে।

রেনবো -কি গো রাই দিদি, এগুলো কি ক্লাইমেট চেঞ্জ এর বেনিফিসিয়াল ইম্প্যাক্ট নাকি?

রাই(হেসে)- নারে, তোদের এইবার খুলেই বলছি ক্লাইমেট চেঞ্জ এর সুফল এর ব্যাপারটা ।
সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার রিচার্ড টল এর মতে জলবায়ুগত পরিবর্তনের সুফল প্রায়
২০৮০সাল পর্যন্ত কিছুটা হলেও পাওয়া যাবে।
যেমন ধর, আমাজন নদীর কথা তোরা শুনেছিস তো?

সন্দেশ –হ্যাঁ, দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত পৃথিবীর প্রশস্ততম নদী । আর নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রবাহিত বলে সব থেকে বেশি জল বহন করে।

রাই- হ্যাঁ,জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে আমাজন অববাহিকার চিরসবুজ অরণ্য এবং গাছপালার পরিমাণ আরো বাড়বে ।উত্তর অক্ষাংশ অঞ্চলের সমুদ্রগুলোতে ও প্ল্যাংকটন, বায়োমাসর পরিমাণ অনেক গুন বেড়ে যাবে ।তবে তার সঙ্গে অনেকগুলো ক্ষতির আশঙ্কা আছে, যেমন বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা দেবে খরা। অতিরিক্ত গরমের জন্য প্রবাল প্রাচীর গুলো নষ্ট হয়ে যাবে ।পরিযায়ী পশুপাখিদের জীবনযাত্রায় আসবে পরিবর্তন । প্ল্যাংকটন এর উৎপাদন হবে ব্যাহত ।আর সব থেকে বড় ব্যাপার কি হবে জানিস- খাদ্য শৃংখল একটা মারাত্মক পরিবর্তন আসবে ।ফলে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে ।

মিঠাই - ।সেই তো সব দুঃখের কথাই শোনাচ্ছো রাই দিদি ।জলবায়ু পরিবর্তনে সুফল তাহলে কি?

রাই-হ্যাঁ রে তোদের আর নিরাশ করব না ।এবার সুফলের কথায় আসি ।দেখ জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে আমরা জানি মেরু অঞ্চল বা উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে বরফ গলবে আর বরফ গললে কি হবে ?মেরু অঞ্চলের মাটি ও বরফ মুক্ত হবে ।ফলে ওখানে কৃষি কাজ করা যাবে ।এছাড়াও মেরু অঞ্চলে কিছু সরলবর্গীয় উদ্ভিদ এর সংখ্যাও যাবে বেড়ে ।
মামা- মেরুর বরফ গলে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা তো মাছ চাষের পক্ষে উপযুক্ত হবে ।

রাই -হ্যাঁ মামা , এলনিনও এবং সাদারন আসিলিয়েসান(sothern oscilliation)

এর কারনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্র উপকূলে মানে পেরুর মতো অঞ্চলে মৎস্য চাষ যেমন কমবে তেমনি মেরু অঞ্চলের বরফ গলে আবহাওয়া একটু উষ্ণ হবে ।ফলে মাছের খাদ্য প্ল্যাংকটন প্রচুর জন্মাবে। আর মাছ চাষ ও বাড়বে ।

মামা- আর চাষবাস মানে কৃষি ক্ষেত্রে কি উন্নতি হবে সেটা ওদের বল।

রাই- হ্যাঁ তাহলে বলি শোন, তোরা প্রফেসার রিচার্ড টল এর নাম শুনেছিস?

মিঠাই - প্রফেসার রিচার্ড টল !কেন তিনি জলবায়ুগত পরিবর্তন সম্পর্কে কি বলছেন?

রাই-অনেক কিছুই বলছেন সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড টল জানিস অধ্যাপক টল ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তন কোন দিকে মোড় নেবে সে বিষয়ে দিক পাত করতে গিয়ে ১৪ টা পৃথক বিষয়ের উপর গবেষণা চালিয়েছেন। আর এই গবেষণার ফলে টল দেখেছেন প্রায় .২০৮০সাল পর্যন্ত জলবায়ুগত পরিবর্তন পৃথিবীর অনুকূলে কাজ করবে।

সন্দেশ- আচ্ছা রাই দিদি, বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাসের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেরুচ্ছে সেটা নাকি কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে ?আসলে সেদিন নেটে দেখছিলাম ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেগো ।

রাই-হ্যাঁরে, যে কার্বন ডাই অক্সাইডের অতিরিক্ত নিঃসরণে আমরা আজ চিন্তিত সেটাই নাকি গাছেদের জন্য বেশ উপকারী হয়ে উঠবে ।গাছেরা বাতাসের এই অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে তাদের খাদ্য তৈরীর কাঁচামাল সংগ্রহ করবে বলে, ভাবছেন বিজ্ঞানীরা । এই কার্বন ডাই অক্সাইড কে কাজে লাগিয়ে উদ্ভিদ তার সবুজ পাতায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করবে । তারপর তৈরি হবে প্রোটিন ও ফ্যাট ।

মামা -আর বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr.Ranga Myneni কি বলেছেন সেটা বল।
রাই- হ্যাঁ বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Myneni তিন দশকের স্যাটেলাইট ডাটার উপর গবেষণা করে দেখেছেন পৃথিবীর প্রায় ৩১ শতাংশ বনভূমি অঞ্চল আরো সবুজ হয়ে উঠবে, মাত্র ৩ শতাংশ অঞ্চল কিছুটা কম থাকবে । বাস্তুতন্ত্রের .১৪% উৎপাদন বাড়বে ।আর এটা দেখা যাবে সমস্ত রকম উদ্ভিদের ক্ষেত্রে। মিঠাই -আচ্ছা রাই দিদি, তৃণভূমির পরিমানও তো বাড়বে।
তাহলে গবাদি পশু পালন ও বাড়বে নিশ্চয়ই ।
রাই-একদম ঠিক বলেছিস ।ছাগল হরিণের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে , তারা মহা আনন্দে বিচরণ করবে সবুজ খেতে ।এই সবুজায়নের ফলে পুরো বাস্তুতন্ত্র উপকৃত হবে।

মামা- জানিস প্রফেসর টল আরো কি বলেছেন? বলেছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং নাকি মানুষকে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ এনে দেবে ।

মিঠাই - সেটা কেমন ?

মামা- প্রফেসর টল দেখিয়েছেন অতীতে জলবায়ুগত পরিবর্তন মানুষের কল্যাণ সাধন করেছিল। টল বলেছেন ২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্ব অর্থনৈতিক উৎপাদন ১.৪ শতাংশ থেকে ১.৫ শতাংশ হবে ।তিনি আরো বলেছেন২০৮০ সালের পর গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ক্ষতিকারক প্রভাব আসতে আসতে আমাদের সন্তানেরা অনেকটাই বুড়ো হয়ে যাবে।[হাসি]

রাই-হ্যাঁ মামা ওই ব্যাপারটা বললে না ।

মামা -কিরে ?

রাই-প্রফেসর টল এর মতে বাংলাদেশের মতো নিচু অঞ্চল গুলির অনেক স্থান গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে যদি জলের তলায় চলে যায় তবুও ওরা অনেক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে । যেমন আজকের নেদারল্যান্ডের ডাচরা সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার করে সেখানে ফাসল ফলাচ্ছে। সেই ভাবে আর কি!
মামা –বাহ ভারি সুন্দর বলেছিস তো ।

রেনবো -আচ্ছা মিষ্টি মামা তোমাদের কি খিদে পায়নি ?এই জলবায়ুগত পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তো আমার পাকস্থলী পরিবর্তিত হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

মামা (ব্যাস্ত হয়ে)- আরে হ্যাঁ হ্যাঁ ,ঠিকই তো অনেক বেলা হয়েছে। আর আমাদের সঙ্গে অনেক খাবার আছে ।
রাই- মিষ্টি দিদার মুচমুচে নিমকি টা বের কর। রেনবো -আমাকে মিষ্টি দাদুর তৈরি স্পেশাল ধোঁকা ভাজা টাও দিও প্লিজ ।ওটা দারুন ,একেবারে এক ঘর।
[সবাই একসঙ্গে হাসি]
মামা (হেসে)- হ্যাঁ , আর তার সঙ্গে মিঠাই কাগজের গ্লাসে সবার জন্য চা ঢালো।
রাই ,ড্রাইভার দাদাকেও খাবার দিও।(ড্রাইভার কে উদ্দেশ্য করে এই যে দাদা আপনার নামটা কি যেন ?)
ড্রাইভার -বুধুরাম মাহাতো স্যার।
মামা - হ্যাঁ বুধুরাম ভাই, গাড়িটা এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে আপনিও আমাদের সঙ্গে টিফিন করে নিন।
ড্রাইভার (হেসে)- না স্যার আপনারা খান। আমি অযোধ্যা পাহাড়ে গিয়ে খাবো। আর বেশি দূর নেই’ আমরা প্রায়ই এসে গেছি ।
রাই - ও এসে গেছি ! চারদিকটা কি সবুজ না !এই সন্দেশ ,মিঠা্ই, রেনবো দেখ দেখ। ওই তো দূরের টিলাগুলো দেখতে পাচ্ছিস ।

ড্রাইভার - হ্যাঁ ওটাই অযোধ্যা পাহাড় ।

মিঠা্ই- সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গরগবুরু।উচ্চতা প্রায় ৬৭৭ মিটার।

মামা(খেতে খেতে)- দুর্দান্ত!

সন্দেশ - আচ্ছা বাবা, রাই দিদি তো এতক্ষন আমাদের বেনিফিসিয়াল ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ুগত পরিবর্তনের সুফল নিয়ে অনেক কথাই বলল। তাহলে কি আমরা এই হারে দূষণ করে যাব আর জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন হবে।

মামা - কক্ষনো না ।আমাদের অনেক সচেতন হতে হবে। কমাতে হবে গ্রিন হাউস গ্যাসের ব্যবহার ।
চিরাচরিত শক্তির পরিবর্তে অপ্রচলিত শক্তি যেমন সৌরশক্তি বায়ুশক্তি আবর্জনা থেকে উৎপাদিত শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।

রাই - আর গাছ কাটলে চলবেনা ।অনেক অনেক গাছ লাগাবে হবে , যে গাছ বলতে পারে-‘ ফল দেব ফুল দেবো দেবো আমি পাখির কূজন একই মাটিতে লালিত তোমাদের আপনার জন’

মামা- বেশ ভারী সুন্দর বলেছিস। হ্যাঁ আজ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি বাড়ি ফিরে প্রত্ঁর)কেই অনেক অনেক গাছ লাগাব।

মিঠাই - হ্যাঁ মামা আমরা তো উপহার হিসেবেও গাছ দিতে পারি ।

মামা- নিশ্চয়ই ।খুব ভালো উপহার ।কারণ জামা কাপড় বা অন্য কোন জিনিস দুদিন পর ডাস্টবিনে জায়গা পাবে, আর গাছ সে তো চিরকালীন ।একটা গাছ একটা প্রান ।গাছের সঙ্গে সঙ্গেই তো অন্য প্রানীদের জীবন সুরক্ষিত হয় অর্থাৎ পৃথিবীর জৈব বৈচিত্র ও সংরক্ষিত হয় ।সুতরাং অনেক গাছ লাগাতে হবে আর সবাইকে গাছ লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে ।

মামা - প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এই গাছ লাগানো, পরিবেশকে পরিষ্কার রাখা্বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোর শিক্ষা দিতে হবে শিশুদের। বিদ্যালয়ে পরিবেশ দিবস পালন করতে হবে বৃক্ষরোপণ এর মধ্য দিয়ে। তবেই আমাদের পৃথিবীর সুন্দর আর সবুজ হয়ে উঠ... এয়ারকন্ডিশন ছাড়াও প্রকৃতির ঠান্ডা হাওয়ায় আমরা আরামে ঘুমোতে পারব ।
সন্দেশ -বাবা একটা কবিতার কথা খুব মনে পড়ছে ,বলব ?

মামা- আরে বল না বল ।

রাই-হ্যাঁ হ্যাঁ বল না লজ্জা কিসের ?

সন্দেশ - কবিতার নাম সবুজ সাথি একটু হেসে
সন্দেশ - কবিতার নাম সবুজ সাথি। আমার পিসিমনির লেখা ।রাই দিদি তুমিও বলো না প্লিজ ।তুমি তো খুব ভালো বল।

[রাই আর সন্দেশ একসঙ্গে বলবে আর রেনবো গাড়ির সিটে তবলা বাজাবে]
পানকৌরি, মাছরাঙ্গা আর কলাবতী দল , তোদের সঙ্গে খেলবে টুপুর হাসবে খলখল।
ভরা দীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল।
টুপুর শুধুই গল্প শোনে দেখেনি তার কুল।
ঠা ম্মি বলে দুপুর বেলা তেঁতুল কাঁচা আম ।
দাদুর কাছে গল্প শোনে ফলসা কালোজাম।
টাপুর টুপুর ঠা ম্মি দাদু সবাই মিলে আজ ।
তাদের ফ্যাটের ছোট্ট ছাদে করবে রোপন গাছ।
হরেক রকম ফুল ফুটবে ফলবে হরেক ফল
ফলের লোভে আসবে সেথায় পাখ-পাখালির দল
মধু মাছি প্রজাপতি ফুলে মাতবে ফুলের ঘ্রাণে
ফুলের রেনু মাখবে গায়ে মধু পান এর খনে
টাপুর টুপুর তিতির সুমিত ফ্লাটের ছেলের দল
প্রাণ খুলে সব খেলবে তারা আসবে ঝলমল
বর্ষার জল ধরবে তারা ছোট্ট জলাধারে
জল অপচয় রোধ করবে এই প্রতিজ্ঞা করে
উষ্ণ হাওয়া পৃথিবী শীতল আজ
টাপুর টুপুর তিতির সুমিত রোপন করে গাছ(দু বার)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(মিঠাই ,রেনবো , সন্দেশ মামার সঙ্গে উঠছে অযোধ্যা পাহাড়ে ।মিঠাই আর রেনবো সবার ছবি তুলছে ।)

রাই - এই মিঠাই এদিকে, এদিকে, এ টিলার উপর থেকে আমার একটা ছবি নে না রে ।

মিঠাই - হ্যাঁ রাই দিদি ; একটু ডান দিকে ! না না সামান্য বাদিকে ! হ্যাঁ হ্যাঁ ! এবার একটু হাসি !দুর্দান্ত ! দারুন হয়েছে ।

রাই – (হেসে) দেখি দেখি ! থ্যাংক ইউ ।

সন্দেশ –(হেসে) এফ-বি তে দিয়ে দাও । লাইক কমেন্টস এর বন্যা বয়ে যাবে ।

মামা - সে তো যাবে বৎস কিন্তু তার জন্য কতটা বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হবে ভেবে দেখেছ কি ?

মিঠাই – (হেসে) ঠিক বলেছ মামা আমরা ভাবি স্মার্টফোনে একটা লাইক করলাম বা কমেন্ট লিখলাম তাতে কি এমন বিদ্যুৎ খরচ হবে ! কিন্তু আমরা এটা ভাবি না যে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু রাখতে প্রতিদিন কত বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে। কত কয়লা আমরা নষ্ট করছি ! তাইতো বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে যতদিন না আমরা অচিরাচরিত শক্তির উৎস গুলো কে কাজে লাগাচ্ছি ততদিন শুধু পরিবেশে প্রতিনিয়ত দূষিত হবে তাই নয় সেইসঙ্গে কয়লার পরিমাণ ও কমবে।

সন্দেশ- হ্যাঁ এই জন্য তো আমাদের সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি , আবর্জনা থেকে উৎপাদিত শক্তি ।সমুদ্র তরঙ্গের শক্তি , জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে । আচ্ছা মিঠাই দা , তুমি একটা সোলার কুকার বানিয়েছিলে না ?

মিঠাই - হ্যাঁ , সোলার কুকার , ক্যালকুলেটার আর সোলার লন্ঠন ও বানিয়েছি । মা তো সোলার কুকারে রান্না ও করে ।

রেনবো (হেসে)- ওরে বাবা ! মিঠাই দা তুমিতো সৌর হাট বসিয়ে দিয়েছো ।

মামা – (হেসে) দারুন বলেছিস তো , সৌর হাট !

রাই – মামা , এখানে একটা ঝোরা মানে ঝরনা আছে না ?

মামা- হ্যাঁ খুব কাছেই একটা ঝরনা মানে ফলস আছে । কিন্তু রাস্তাটা একটু ঘোরানো ।

রাই – মামা ওই ফলসটা দেখতে যাব । (আদুরে গলায়) চল না প্লিজ ! আচ্ছা মামা ওই ফলসটার নাম কি গো ?

মামা- হ্যাঁ সেই দিকেই তো যাচ্ছি কিন্তু নামটা ঠিক কি যেন.....!! আচ্ছা বুধুলরাম দা আপনি কি নামটা জানেন ?

ড্রাইভার - আমরা এসে গেছি বাবু । ফলসটার নাম বামনি ফলস । একটু এগিয়ে গিয়ে নেমেই আপনারা ফলস পেয়ে যাবেন । আপনারা একটু শসা আর ছোলা কিনে নেবেন । চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে নামবো । (সন্দেশ মিঠাই সবাই একসঙ্গে যাচ্ছে)

রাই – বাবা খুব কষ্ট তো নামা নামা ! কি ভীষণ চড়াই-উৎরাই ! মামা , তুমি ঠিক আছো তো ?

মামা- হ্যাঁ ,হ্যাঁ , আমি ঠিক আছি । তোরা দেখে চল ।

ড্রাইভার - বাবু এতটা পথ একেবারে নামা যাবে না । আপনার একটু করে দাঁড়িয়ে তারপর নামুন ।

মামা –(একটু হাঁপিয়ে উঠে)আস্তে আস্তে চলো সবাই।

(কিছুক্ষণ পর)

সন্দেশ- মিঠাই দা , রাই দিদি দেখো দেখো ওই তো সেই ফলস !! বামনি ফলস !

রাই - কি সুন্দর ! মার্ভেলাস ! প্রকৃতির কি অপরূপ সৃষ্টি !

রেনবো - সবাই দাঁড়িয়ে যাও । একসঙ্গেই এই নৈসর্গিক পরিবেশে একটা ছবি তোলা যাক ।

(সবাই একসঙ্গে হাসি)

সপ্তম দৃশ্য

(রাই, মিঠাই, সন্দেশ, রেনবো, আর মামা আর চলেছে জয়চন্ডী পাহাড়ের উদ্দেশ্যে । গতকাল রাজ্য বিজ্ঞান কংগ্রেসে রাই পেপার পড়েছে । আজ তাদের পুরুলিয়া যাত্রার শেষ দিন ।)

মিঠাই- অসাধারণ !রাই দিদি তুমি যখন বিজ্ঞান কংগ্রেসে কাল পেপার প্রেজেন্ট করছিলে ; স্লাইড শো করছিলে - সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিল ।

মামা –(হেসে) হ্যাঁ , মিঠাই কো-অথর ছিল বলে দেখতে পেল । আমাদের তো আর হলো না !

রাই- (হেসে) না মামা মিঠাই আমাকে খুব হেল্প করেছে ।বিশেষত স্লাইড শো এর সময় ।

মামা- হ্যাঁ মিঠাই তো একেবারে এক্সপার্ট (হেসে) ।

মিঠাই- না মামা তুমি না থাকলে কিছুই হতো না ।

রেনবো- কিন্তু আমি আর সন্দেশ তো কিছুই দেখতে পেলাম না !

মামা - এর পরের বার তোমরা বিজ্ঞান কংগ্রেসে পেপার দেবে , তাহলেই সব দেখতে পাবে । তবে হ্যাঁ রাই আর মিঠাই এর মত পরিশ্রম করতে হবে । ফাকির কোন জায়গা নেই ।

সন্দেশ - আচ্ছা বাবা আমরা তো এখন জয়চন্ডী পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি । এটাও কি একটা ক্ষয়জাত পাহাড় ?

মামা - অবশ্যই ! পুরুলিয়ার সব পাহাড়ই ক্ষয়জাত পাহাড় । প্রাচীন নিস শিলা দিয়ে গঠিত । গ্রানাইট নামক আগ্নেয় শিলা রূপান্তরিত হয়ে নিসে পরিণত হয় । পাত সঞ্চালন জনিত কারণে এই রূপান্তর ঘটে । নিস খুব শক্ত শিলা জানিস তো পুরুলিয়ার এই টিলা গুলো আসলে ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত । খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ । সন্দেশ- জয়চন্ডী পাহাড়ে প্রায় সাড়ে 500 টা সিঁড়ি তাই না ?

মামা- হ্যাঁ ওঠা বেশ কষ্ট ।

মিঠাই - আমাদের কোন কষ্ট হবে না । আমরা রাই দিদির কাছ থেকে বেনিফিসিয়াল ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর গল্প শুনতে শুনতে উপরে উঠব ।

রেনবো- ঠিক বলেছ। (রেনবো গান গাইবে- আমাদের যাত্রা হল শুরু ওগো ওগো কর্ণধার)

রাই- (হেসে) হ্যাঁ রে তোদের সঙ্গে কালকের পেপার প্রেজেন্টেশন এর অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করতে না পারলে আমারও ভালো লাগছে না ।

সন্দেশ- তাহলে শুরু করো তোমার এপিসোড ..... ।

রাই(হেসে)- আসলে কি বলতো সন্দেশ জলবায়ুগত পরিবর্তনের সুফল পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যাবে তা নয় তবে শীতপ্রধান দেশ গুলো যেখানে বছরের বেশিরভাগ সময়টা বরফে ঢাকা থাকে , তারা কয়েক মাসের জন্য বরফ মুক্ত থাকতে পারবে । শীত প্রধান অঞ্চলের সমুদ্র গুলো বরফ মুক্ত থাকলে জাহাজ চলাচলের সুবিধা হবে । ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ঘটবে উন্নতি ।

মিঠাই - একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো রাই দিদি , পুরুলিয়ায় কত পাখি !

সন্দেশ - হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক রঙ বে রঙের পাখি আর কাঠবিড়ালি দেখেছি কাল , ওই বামনি ফলসে গিয়ে ।

ড্রাইভার - হ্যাঁ বাবু , পুরুলিয়ায় এখন পাখি সংরক্ষণ করা হচ্ছে । পাখি মারা বারুন ।

মামা - এটা খুব ভালো বিষয় । পাখির মুখ থেকে খেলা বীজেই তো নতুন চারা গাছের জন্ম হয় । বেশ বেশ এটা খুব ভালো উদ্যোগ।

রেনবো - মামা দেখো দেখো এক দল ছেলেমেয়ে কেমন সাইকেলে করে যাচ্ছে । আমাদের কলকাতাতে শুধু গাড়ি আর গাড়ি। গাড়ির ধোঁয়ায় দম বন্ধ হবার জোগাড় । ছোট বয়স থেকেই বাচ্চারা শ্বাসকষ্টের শিকার হচ্ছে ।

মিঠাই- ঠিক বলেছিস রেনবো । জানিস , সেদিন এফবি তে একটা পোস্ট দেখছিলাম নেদারল্যান্ডে নাকি সাইকেলে করে কর্মক্ষেত্রে গেলে আয়করে ছাড় । ভাব একবার , আমাদের দেশে যদি এটা হতো , কত দূষণ কমে যেতো !

সন্দেশ- (হেসে) আর রাস্তায় এত জ্যাম হতো না ।

মিঠাই- রাই দিদি , জলবায়ু পরিবর্তনে কি কলকাতা মুম্বাই চেন্নাই এর মত উপকূলবর্তী অঞ্চল গুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ?

রাই - হ্যাঁ রে মিঠাই । ভারতবর্ষ কৃষি নির্ভরশীল দেশ । এটা তো আমরা সবাই জানি । এই কৃষিকাজে 60 শতাংশ জল বৃষ্টির জল থেকে আসে । আর দুঃখের বিষয় কি জানিস জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে 15% ভৌম জল সম্পদ নষ্ট হয়েছে ।

মামা - আরো কি জানিস জলবায়ুগত পরিবর্তনের যে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে সেই কারণেই বন্যা সাইক্লোন- বিধ্বংসী রূপে দেখা দিচ্ছে । পরিবেশ মন্ত্র একটা পরিসংখ্যানে দেখিয়েছে 2018 -19 সাল নাগাদ দুই হাজার 400 জন ভারতীয় মারা যাবে শুধুমাত্র চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণে ।

মিঠাই - হ্যাঁ , সত্যিই তো তাই । আমরা চোখের সামনেই তো দেখছি সাইক্লোন এখন কত মারাত্মক আকার ধারণ করছে । ফণী তো তার বড় প্রমাণ ।

সন্দেশ- ঠিক বলেছ মিঠাই দা ।নেহাত মিডিয়ার কল্যাণে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলো তাই , না হলে আরো অনেক মানুষের মৃত্যু হতো ।

রাই - হ্যাঁ যেমন হয়েছিল আয়লায় । সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ।

ড্রাইভার- বাবু পাহাড় এসে গেছে বটে । আপনাদের এখানে নেমে যেতে হবে । সামনে দেখবেন মেলা বসেছে। মেলা ঘুরে দেখতে পারেন ।

(মিঠাই সন্দেশ রেনবো আরে চল চল এসে গেছি আমরা । আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করা যাবে না ।)

মামা - এই জয়চন্ডী পাহাড় আসলে ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ । এটা রঘুনাথপুর থেকে দু কিলো মিটার আদরা (Adra) থেকে 4 কিলোমিটার দূরে ।

সন্দেশ- আচ্ছা বাবা এখানে যে মেলা টা হচ্ছে , এটা কিসের মেলা গো ?

মামা - হ্যাঁ সেটাই বলবো তোদের । এখানে মানে জয়চন্ডী পাহাড়ের পাদদেশে প্রতিবছর শীতকালে 25 শে ডিসেম্বর থেকে শুরু করে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত এই মেলা চলে । প্রচুর পর্যটকের সমাগম হয় এই মেলায় । আর স্থানীয় শিল্পীদের ও এই মেলায় সুযোগ দেওয়া হয় । শিল্পীরা নিজেদের পারফরম্যান্স দেখাবার সুযোগ পায় । এই মেলা জয়চন্ডী পর্যটন মেলা নামে পরিচিত ।

রেনবো- যাই বলো জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর।

রাই- হ্যাঁ এতগুলো সিঁড়ি উঠলাম কিন্তু কিছু মালুম হলো না , তাই না রে সন্দেশ ?

সন্দেশ- ঠিক বলেছ রাই দিদি ।

মিঠাই- এই সন্দেশ , তুই আর রেনবো এবার সামনে বোস । আমার রাইদিদি আর মামার সঙ্গে কিছু আলোচনা আছে ।

রেনবো- হ্যাঁ তোমরা তো সবসময়ই আলোচনা আলোচনায় ব্যস্ত । বসো বসো ! পেছনেই বসো ! আমরা সামনেই বসছি । শুধু খাবারটা যেন ঠিকমতো সাপ্লাই হয় । সেটা দেখো ।

রাই-এখন আবার খাবার কিরে ? এক্ষুনি তো ভেলপুরি আর ঘুগনি খেলি। এবার ভালো হোটেল দেখে লাঞ্চ করতে হবে ।

মামা- হ্যাঁ ঠিকই। ড্রাইভার ভাই আপনি একটা ভালো হোটেল দেখে গাড়িটা দাঁড় করাবেন তো । ড্রাইভার ঠিক আছে বাবু পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই একটা ভালো হোটেল আছে ।

রাই- এই সন্দেশ একটা গান কর না । অনেকক্ষণ কোন গান হয়নি ।

সন্দেশ - আমি একা গাইবো না । রেনবোদা যদি আমার সঙ্গে গাও.....

মিঠাই- নে নে তুই একেবারে রেইনবোর কার্বন কপি ! রেনবো যা করবে তাই করবি তুই । নে নে শুরু কর ।

(রেনবো আর সন্দেশ গান করবে- তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই .....।)

(রাই মিঠাই মামা একসঙ্গে হাততালি)

মামা- অসাধারণ ! খুব সুন্দর হয়েছে । খুব সুন্দর ।

অষ্টম দৃশ্য

(সবাই স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠে পড়েছে। পুরুলিয়া ছেড়ে এবার কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা। রাত ৮ টায় ট্রেন ছেড়েছে । সবাই এখন নিজের সিটে বসে আছে । জোর আলোচনা চলছে জলবায়ুগত পরিবর্তনে ভারতবর্ষের এবং আগামী পৃথিবীর হালচাল নিয়ে ।)

মিঠাই - জলবায়ুগত পরিবর্তন কত দিক থেকে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে না !

রাই- ঠিক বলেছিস মিঠাই জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কমচ্ছে ফলে ফসল উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে। জলবায়ুগত পরিবর্তন মানুষের স্বাস্থ্য হানি ঘটাচ্ছে। ডেঙ্গু রোগে বহু মানুষ মারা যাচ্ছে ।বাড়ছে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ ।বাড়ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ।এছাড়াও জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলেই নাম না জানা সব জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ । বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে জৈব বৈচিত্র হচ্ছে জৈব বিঘ্নিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে জলবায়ুগত পরিবর্তন নাকি নানান ধরনের মানসিক রোগ ও ঘটাচ্ছে ।

মিঠাই- দেখো গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়ছে এর ফলে ঘূর্ণবাত জনিত ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে। বাড়ছে বন্যার প্রকোপ ।

মামা- আর অতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার মানেই কয়লা খনিজ তেলের ব্যবহার বৃদ্ধি । জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যত বাড়ছে , গ্রীন হাউজ গ্যাস ততোই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে । গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়নের দাপট বাড়ছে। বাড়ছে বিধ্বংসী ঝড় ।

রাই - সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কলকাতা মুম্বাই এর মত জনবহুল উপকুলবতী শহর গুল । এত অপরিকল্পিতভাবে এখানে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল গুলোতে নগরায়ন ঘটেছে!

সন্দেশ- হ্যাঁ সাইক্লোন আর বন্যায় এরা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাই না ?

মামা- তা তো হবেই ।

মিঠাই- কিন্তু এত দুঃখের খবর শুনতে আর ভালো লাগেনা । এর থেকে মুক্তির কি কোন উপায় নেই? মামা - নিশ্চয়ই আছে । মানুষের সচেতনতা!! মানুষ সচেতন ভাবে যদি কার্বনের অতিরিক্ত ব্যবহার বন্ধ করে; যদি প্রতিটা বাড়িতে , ফ্ল্যাটে , টবে কিংবা বাগান করে গাছ লাগানো হয় ; অপ্রচলিত শক্তির উৎস গুলো কে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে যদি বেশি করে কাজে লাগানো যায় । পেট্রোল , ডিজেল চালিত গাড়ির বদলে সাইকেল রিকশা সৌরশক্তি চালিত গাড়ি যদি বেশি ব্যবহার করা যায় । এসির ব্যবহার কমিয়ে , গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে যদি শীতল করা যায় । তাহলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ভয় পাবে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী কে গ্রাস করতে ।

রাই -হ্যাঁ মামা , রিসাইকেল , রিডিউস , রিইউজ এই 3R কে কাজে লাগাতে হবে । গৃহস্থলীর ফেলে দেওয়া জিনিস কে রিসাইকেল করতে হবে । অহেতুক জিনিস কেনা কমাতে হবে । যেমন জামা কাপড় যার অনেক আছে তার ওপর যদি কেনা হয় সেটা অনুচিত । এক একজনের তিন-চারটে স্মার্টফোন; একটা বাড়িতে

যেখানে একটা টিভি বা রেফ্রিজারেটর হলে চলে যায় সেখানে দু'তিনটে টিভি রেফ্রিজারেটর- এরকম অহেতুক খরচা কমাতে হবে।

মিঠাই- হ্যাঁ একদম ঠিক । আমার বন্ধুর বাড়িতে সেদিন দেখছিলাম ডিভিডি প্লেয়ার,টিভি সারাক্ষণ চালিয়ে রেখেছে। নিজে এদিকে স্মার্টফোনে ব্যস্ত !

মামা- আসলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে । 3R বিষয়টা মানে রিসাইকেল , রিডিউস , রিইউজ ব্যাপারটা একদম ছোট থেকেই শিশুদের মনে গেঁথে দিতে হবে। সরকার থেকেও কিছু কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে । তবেই মানুষ সচেতন হবে । আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্থতার কথা ভেবে আমরা নিশ্চয়ই একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে চাইবো , যেখানে থাকবেনা যুদ্ধ হিংসা ; থাকবে না জলের অভাব। শিশুরা যেখানে মুক্ত বাতাসে প্রান খুলে শ্বাস নিতে পারবে । এমন একটা পৃথিবী.....

(রেনবো গান গেয়ে উঠবে উই শ্যাল ওভারকাম উই শ্যাল ওভারকাম উই শ্যাল ওভারকাম সামডে আমরা করব জয় আমরা করব জয় আমরা করব জয় নিশ্চয়।সবাই একসাথে গলা মেলাবে)

সমাপ্ত